

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৭ অক্টোবর ২০২০ (বুধবার)

[সময়কাল: ০৭.১০.২০২০–১১.১০.২০২০]



ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisd@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪৯৪, ০২-৫৫০২৮৪৯৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস কোভিড)-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন মুখে মাস্ক ব্যবহার ,
করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ বিহার, উড়িষ্যা, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তর-পূর্ব আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী অধিকাংশ জেলায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

আউশ ধান:

- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ব হয়ে গেলে রৌদ্রজ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- সংগ্রহ করা ফসল রোদে শুকানোর পর ঠান্ডা হওয়ার জন্য ছায়াময় স্থানে রাখুন এবং পরিশেষে বায়ুনিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করুন।

আমন ধান:

- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- হলুদ মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাভল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাভল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। জমির পানি নিষ্কাশন করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে থিওভিট+পটাশ সার প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পাতা মোড়ানো পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- শশায় অল্টারনারিয়া লীফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ মিলি ট্রাইসাইক্লোজল ৭৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আগাম শীতকালীন সবজিতে ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন। প্রতি লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটিতে প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। চারা রোপণের আগে শিকড় শোধন করে নিন। সেচের পানির সাথে একর প্রতি ৩ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- টমেটোর লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাধাকপি, ফুলকপিতে ডাউনি মিলডিউ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থিরাম মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় করলা ও পটলে ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ডালিমের ফল পোড়া ও ফল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণে ২০০ লিটার পানিতে ৬০০ গ্রাম ম্যানকোজেব ও ১০০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন। থ্রিপস পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- কলা গাছ লাগান।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত পাতা কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লক্ষণ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে ১% বর্দো মিক্সচার স্প্রে করুন। ১৫ দিন পর পর ৫-৬ বার স্প্রে করুন।

পান:

- ঝোড়ো হাওয়ায় যেন ভেঙে না যায় সেজন্য পানের বরজে শক্ত করে বেড়া দিন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন এবং বরজের ভেতরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।
- জমিতে কাটিং লাগানোর জন্য রোগমুক্ত কাটিং নির্বাচন করতে হবে এবং লাগানোর আগে ০.৫% বর্দো মিক্সচার ও ৫০০ পিপিএম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দিয়ে আধ ঘণ্টা শোধন করে নিতে হবে। লাগানোর আগে মাটিতে ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি (প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে) প্রয়োগ করতে হবে।
- কাণ্ড পচা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পান গাছ বা গাছের অংশ নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে ফেলুন।

আখ:

- প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত: পরিচর্যা করুন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- আর্লি শট বোরার এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি ক্লোরপাইরিফস অথবা ১.৬ মিলি মনোক্রোটোফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- রেড রট রোগ থেকে বাঁচার জন্য জমিতে পানি জমতে দেবেন না এবং আক্রান্ত আখ তুলে ফেলুন।
- টপ শূট বোরার নিয়ন্ত্রণের জন্য বালাই ব্যবস্থাপনা করুন।

তুলা:

- বীজ বপন সম্পন্ন করুন।
- আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। পোকাকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- শোষক পোকা ও সাদা মাছির আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- পাতাথেকো পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে একর প্রতি ৪০ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এস এল ১২০-১৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

সরিষা:

- বীজ সংগ্রহ ও জমি তৈরি শুরু করুন। বীজ বপনের অন্তত ২১ দিন আগে জমিতে চুন প্রয়োগ করুন।
- উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গবাদি পশুকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (০৭ অক্টোবর ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৬ অক্টোবর ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৭ অক্টোবর ২০২০ এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	
ঢাকা	ঢাকা	১৫	৩২.৪	২৫.৬	রাজশাহী	রাজশাহী	১০	৩৫.০	২৬.০	
	টান্গাইল	০১	৩১.৫	২৪.৫		ঈশ্বরদী	২৬	৩৩.২	২৬.০	
	ফরিদপুর	সামান্য	৩২.৫	২৬.৬		বগুড়া	৩৯	৩২.২	২৪.৫	
	মাদারীপুর	০১	৩০.৮	২৬.৪		রংপুর	বদলগাছী	০৩	৩৩.৩	২৫.৪
	গোপালগঞ্জ	০০	৩১.৩	২৬.৫		তাড়াশ	০০	৩৩.৫	২৬.৬	
	নিকলি	১৬	৩০.৫	২৬.০		রংপুর	৩১	৩০.১	২৫.২	
	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৩	৩১.৬		২৪.৭	দিনাজপুর	২৬	৩১.৫	২৫.৬
	নেত্রকোনা	০৬	৩০.০	২৪.২	সৈয়দপুর	০৫	৩০.৬	২৫.৬		
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	৩৩.০	২৬.০	খুলনা	তেঁতুলিয়া	০৪	৩১.৬	২৪.৮	
	সন্দ্বীপ	১৩	৩২.০	২৫.৫		ভিমলা	৮১	৩০.৫	২৪.৬	
	সীতাকুন্ড	০০	XX	২৫.৫		রাজারহাট	২২	২৮.৬	২৫.০	
	রাঙ্গামাটি	১০	৩৩.৫	২৫.৩	খুলনা	১৬	৩২.৫	২৬.৫		
	কুমিল্লা	০০	৩১.০	২৫.৪	মংলা	০১	৩২.০	২৬.৮		
	চাঁদপুর	১২	৩১.৮	২৬.৪	সাতক্ষীরা	১৭	৩৩.৪	২৬.৫		
	মাইজদীকোর্ট	১৮	২৮.২	২৬.০	যশোর	১১	৩৪.০	২৫.৬		
	ফেনী	১২	২৯.৩	২৫.০	বরিশাল	চুয়াডাঙ্গা	সামান্য	৩৪.০	২৬.৭	
	হাতিয়া	০৫	৩১.৬	২৬.০	কুমারখালী	১২	৩২.০	২৫.৮		
	কক্সবাজার	০০	৩২.৫	২৫.৫	বরিশাল	সামান্য	৩০.৪	২৫.৯		
	কুতুবদিয়া	০০	৩৩.২	২৬.৪	পটুয়াখালী	০৪	২৯.০	২৫.৯		
	টেকনাফ	০০	৩২.২	২৪.৬	খেপুপাড়া	০২	৩২.৭	২৬.৬		
	সিলেট	সিলেট	৫২	২৮.৪	২৪.০	ভোলা	০১	৩০.৫	২৫.৩	
শ্রীমঙ্গল		৬৭	৩১.৫	২৪.৬						

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

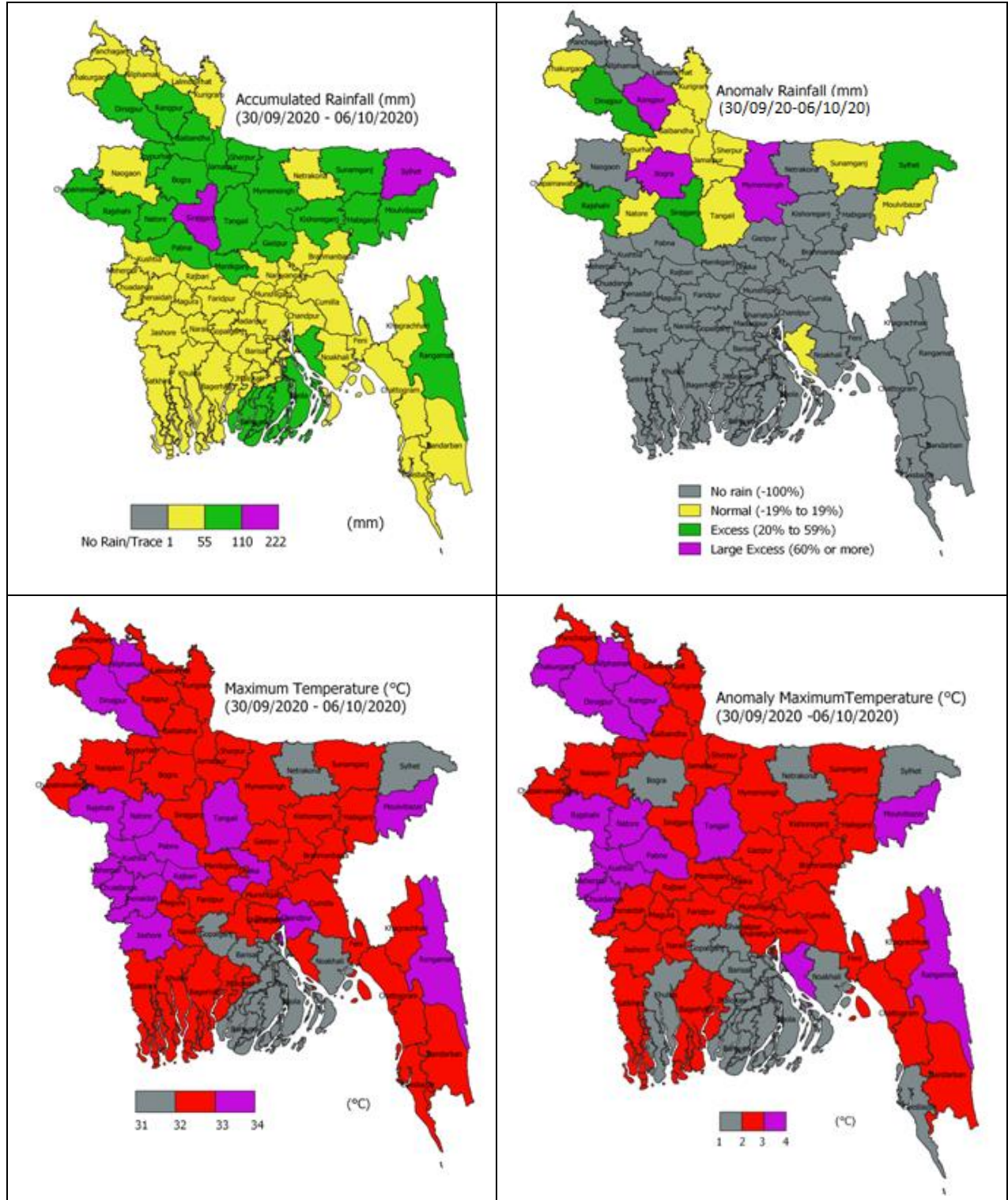
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ২.৬৮ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৯৩ মিঃ মিঃ ছিল ।

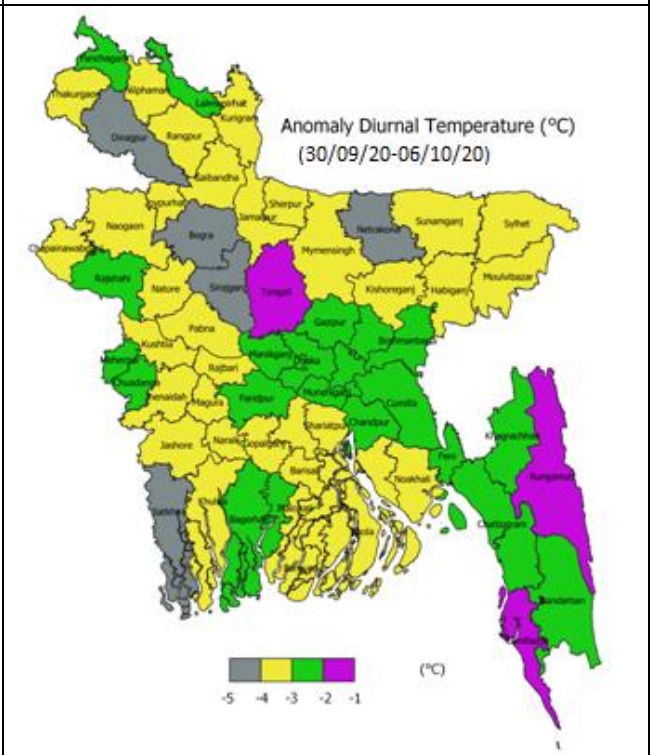
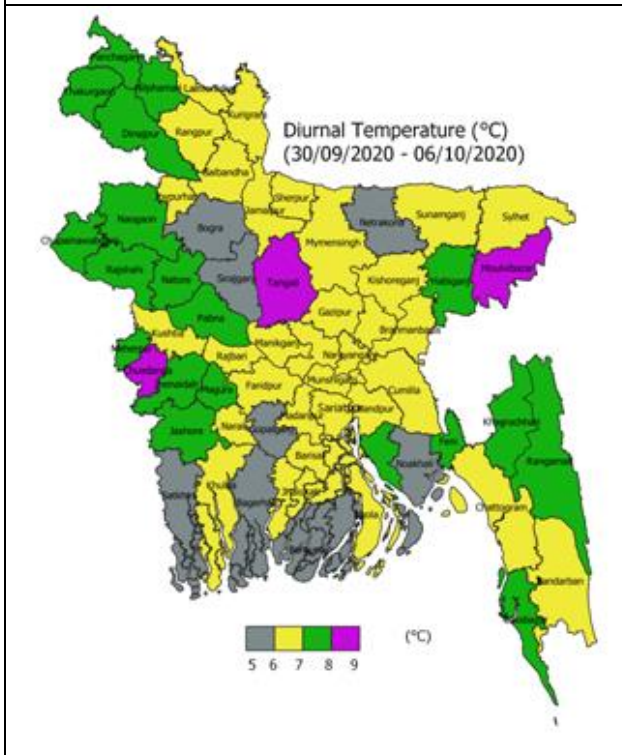
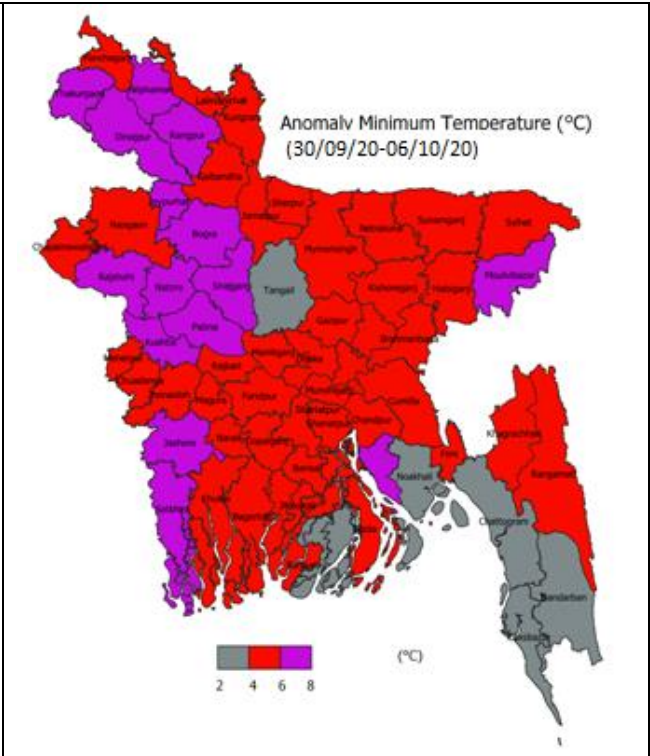
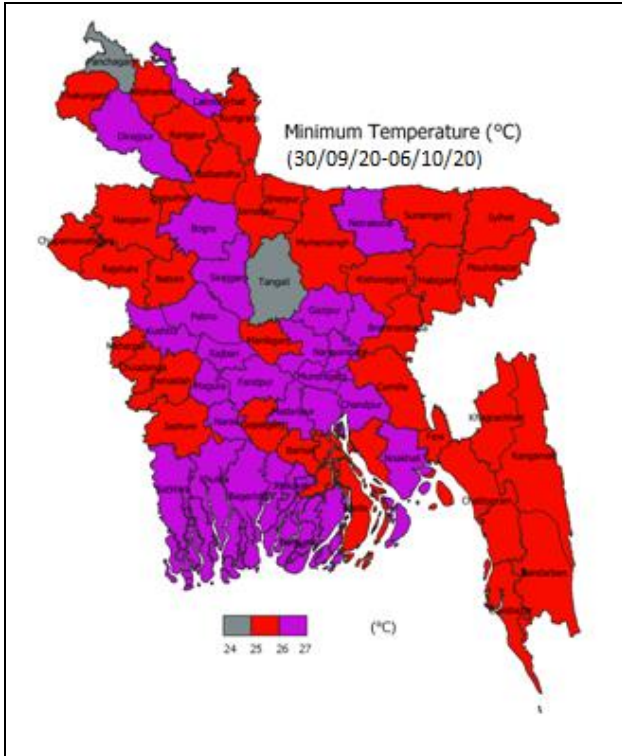
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

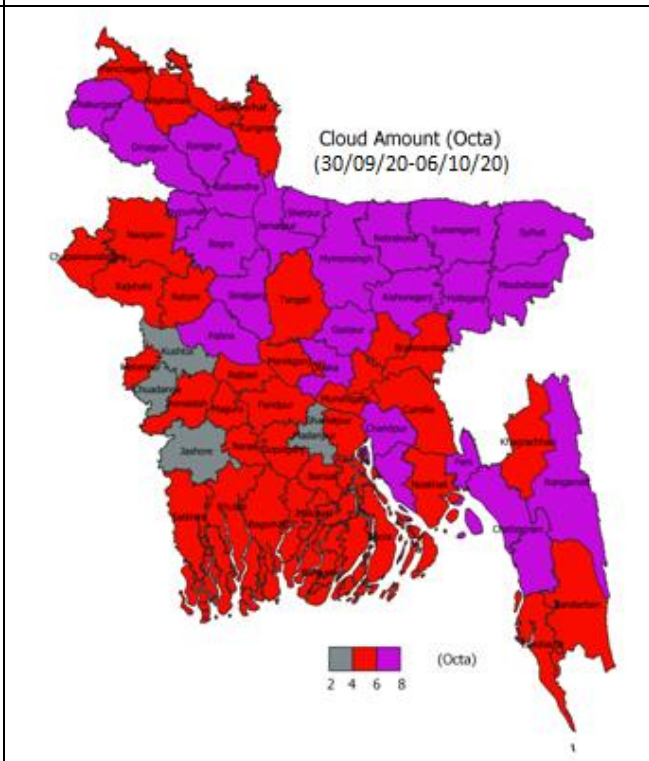
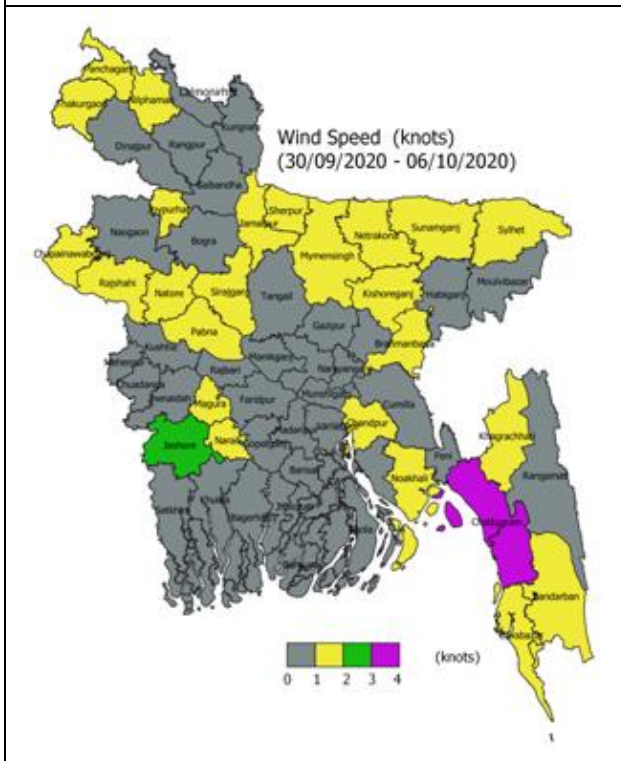
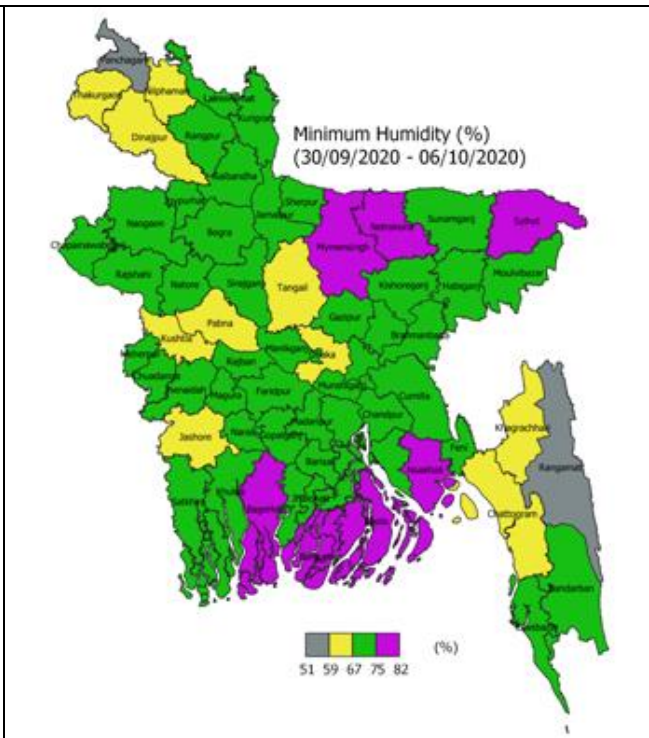
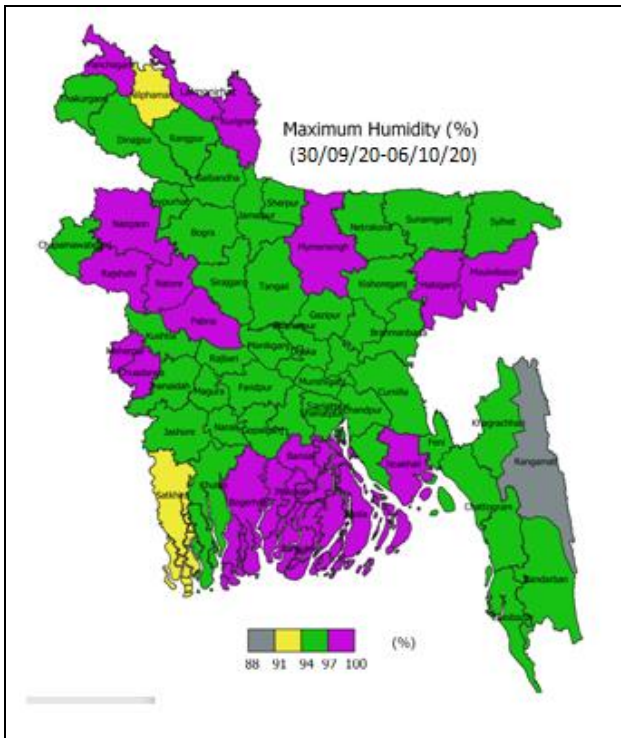
পূর্বাভাস: রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৬ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

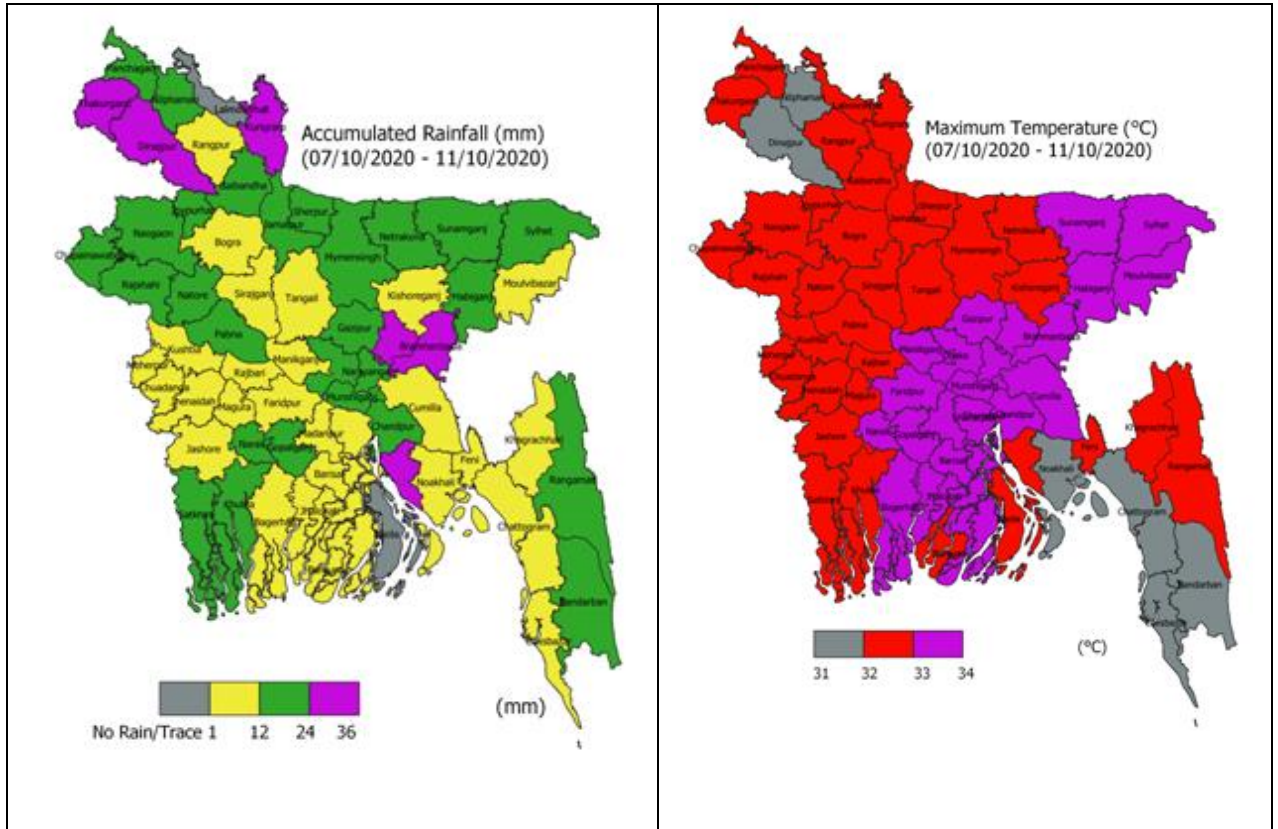
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০১/১০/২০২০ হতে ০৭/১০/২০২০ তারিখ পর্যন্ত:

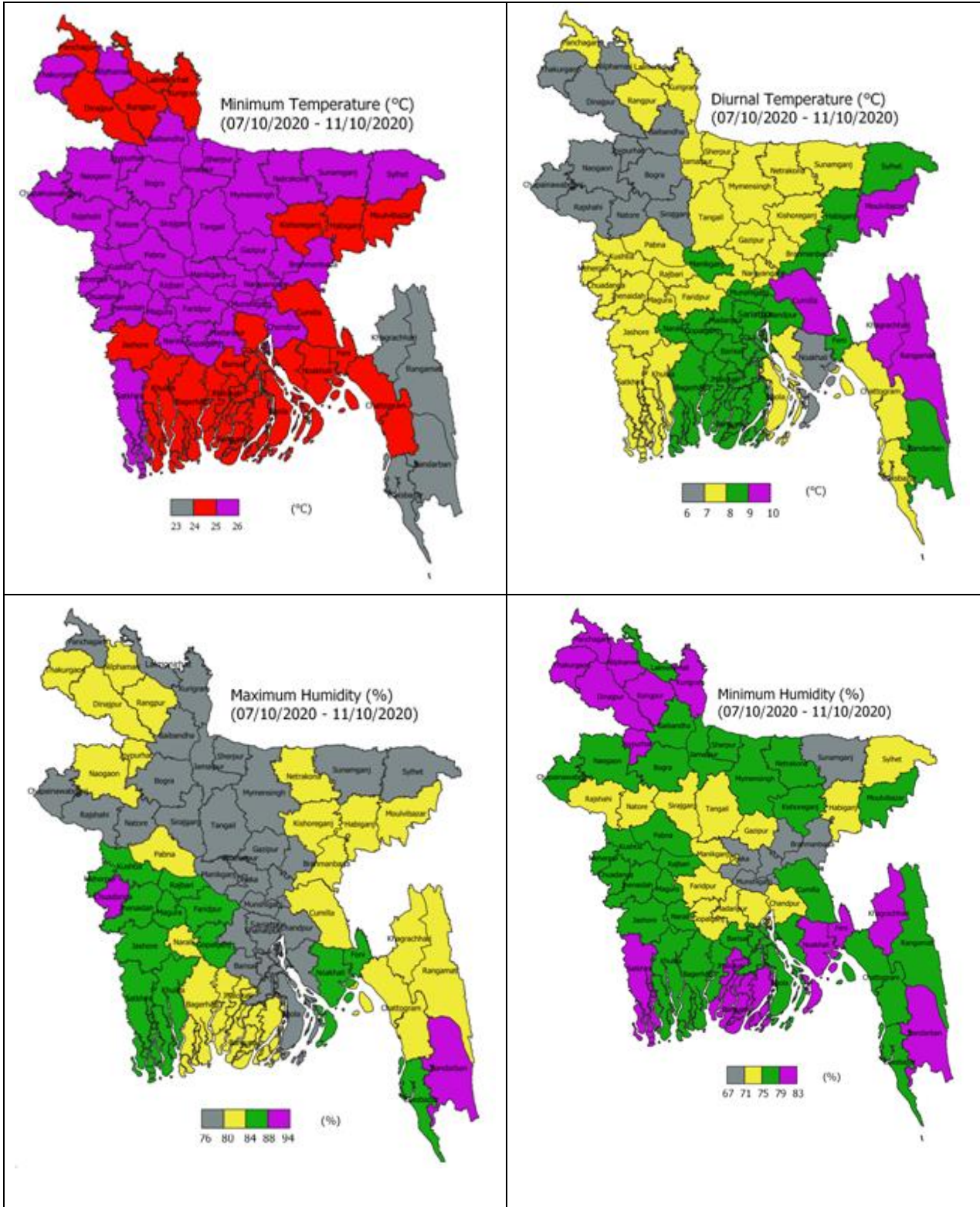
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.৫০ থেকে ৫.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

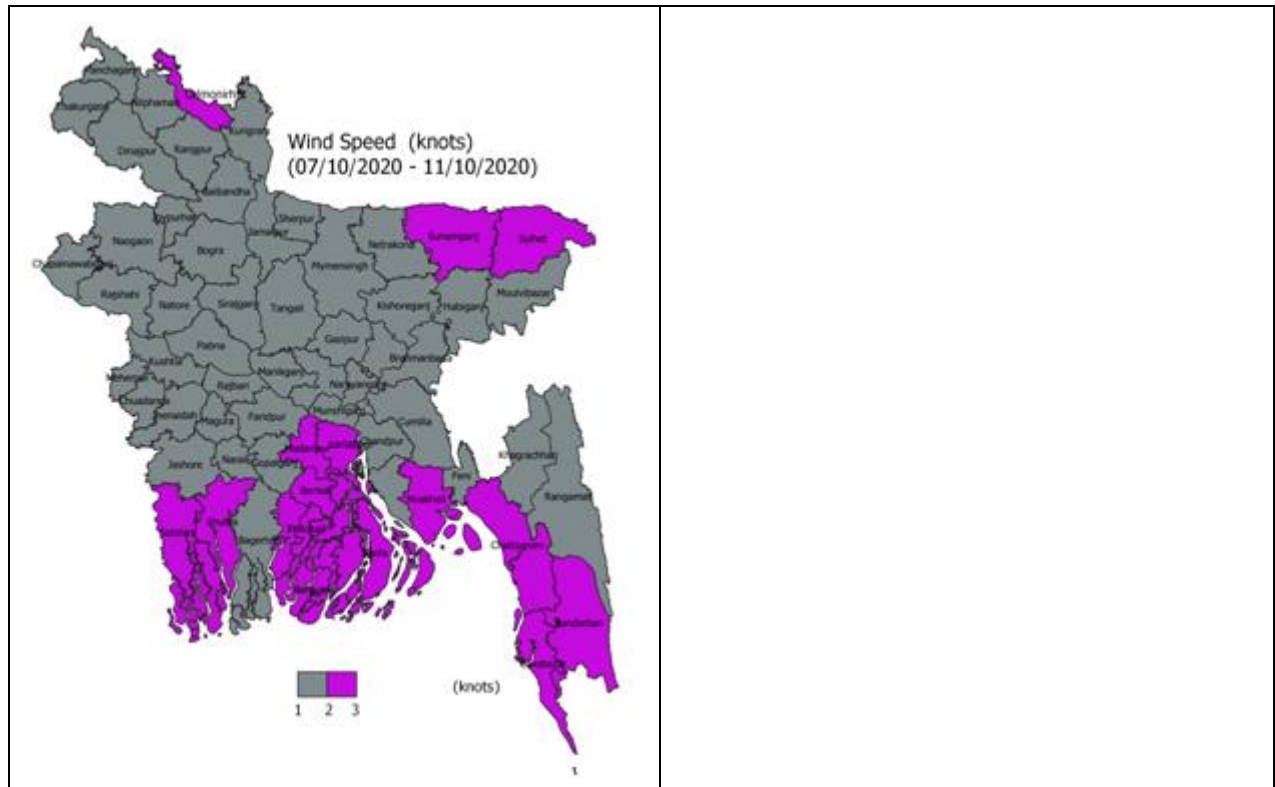
এ সপ্তাহে সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৭৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

- এ সময়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী ঝড়ো হাওয়াসহ হালকা (০৪-১১ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) ধরনের ভারী থেকে ভারী (৪৪-৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে ।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৭ অক্টোবর হতে ১১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

